দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

সাঁথিয়া

।।মোঃ শফিউল আযম আলতু।।

বংগবীর ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত ইছামতি নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত সাঁথিয়া পাবনা জেলার একটি অবহেলিত উপজেলা। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে উপজেলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে উপজেলাবাসী বিভিন্ন সমস্যায় রয়েছে। ফলে স্থানীয় জনসাধারণকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলার আয়তন ১২৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২ লাখ ১২ হাজার ৩শ ৩০ জন। জনসংখ্যার শতকরা ৯৮.০৪ জন মুসলমান, ১.০৩ জন হিন্দু এবং অবশিষ্টাংশ খৃষ্টান ও অন্যান্য। নাকডেমরা, ধুলাউড়ি, ধোপাদহ, নন্দনপুর, কাশিনাথপুর, আতাইকুলা, ক্ষেতুপাড়া, ভুলবাড়িয়া, করমজা, গৌরীগ্রাম ও সাঁথিয়াসহ ১১টি ইউনিয়ন বিশিষ্ট এই উপজেলায় ২শ ৬২টি গ্রাম রয়েছে। গ্রামগুলোতে বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা ৩৩,৯১৩টি। মোট ১৭৭টি মৌজার মধ্যে ১০৩টি মৌজা কৃষি খামার। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা আজ এ উপজেলাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

কৃষি

সাঁথিয়া উপজেলার অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখানকার কৃষিজীবীদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং হাজারো সমস্যা জগদ্দল পাথরের মতো কৃষকদের উপর চেপে বসেছে। উপজেলার আবাদী জমির পরিমাণ ৬৮ হাজার ৮শ' ৮৭ একর, এর মধ্যে এ পর্যন্ত সেচের আওতায় এসেছে শতকরা ৯ ভাগ জমি। ৮৩৫টি অগভীর নলকূপের সাহায্যে ৫ হাজার ২৪৮ একর ও ৫০টি শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ৭২১ একর জমিতে সেচের কার্য চালানো হয়। প্রস্তাবিত পাবনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত ৫ হাজার একর জমি নতুন করে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

সাঁথিয়া উপজেলায় গোলআলু, পটল, মরিচ, পেঁয়াজ, আখ ইত্যাদি কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেলার অন্যান্য উপজেলার শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে চাষীরা পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

২ লাখ ১২ হাজার ৩শ' ৩০ জন জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। উপজেলার ১৬৯ মাইল রাস্তার মধ্যে মাত্র ৩৪ মাইল পাকা এবং বাকী ১৩৫ মাইল কাঁচা। দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার হয়নি। যার ফলে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে উপজেলা সদরের সাথে। তাছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে নির্মিত রাস্তাগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনাহীনভাবে প্রতি শীত মওসুমে রাস্তার কাজ শুরু হলেও মূল কাজ করা হয় বর্ষা মওসুমে। এতে তেমন লাভ হয় না। কারণ প্রবল বর্ষণে রাস্তার মাটি সরে গিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। সাঁথিয়া বাজার সড়ক থেকে সাধপুর পর্যন্ত সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় যান-বাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষা

এই উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ১৯.৭ ভাগ। ১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৭টি সরকারী ও ২৮টি বেসরকারী, ২টি মহাবিদ্যালয়সহ উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে ১৬টি, ৪টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ২টি দাখেল মাদ্রাসা ও ৩টি হাফেজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেড়া নেই, ছাউনি দিয়ে সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন স্কুলের দরজা, জানালা, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী, চক, ডাষ্টার, ব্লাকবোর্ডসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাবপত্রের অভাবে সৃষ্ট অসুবিধা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এই উপজেলার অধিবাসীগণ দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপজেলার ২শ' ৬২টি গ্রামের ২ লাখ ১২ হাজার ৩শ' ৩০ জন অধিবাসীর জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১টি, দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে ৭টি। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোতে ওষুধ প্রায়ই থাকে না।

হাট-বাজার

এই উপজেলার হাট-বাজারগুলো নানা সমস্যায় রয়েছে। প্রতি বছর হাটগুলো থেকে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব আদায় করা হলেও হাট-বাজারের সংস্কার বা উন্নয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এখানে হাট বাজার রয়েছে ২৮টি। আতাইকুলা, বনগ্রাম ও বোয়াইলমারী উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ হাট। উত্তরাঞ্চলের তথা দেশের সর্ববৃহৎ কাপড়েরর হাট আতাইকুলা। এসব হাট-বাজার থেকে প্রতি বছর প্রচুর টাকা রাজস্ব আদায় হয়। কিন্তু উল্লিখিত হাট-বাজারগুলোর উন্নয়নমূলক কোন কাজ করা হয়নি।

বাসস্থান

উপজেলায় উন্নীত হওয়ায় বাসার চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। প্রয়োজনীয় সরকারী বাসভবন নির্মাণ না হওয়ায় বাসভবনের অপ্রতুলতার জন্য স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারীরা পরিবার পরিজন নিয়ে দারুণ অসুবিধায় পড়েছেন।